17 DEC 2013

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রমোশনের সমস্যা

ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক খেলায় ভয়াল এক জনপদে পরিণত হইয়াছে বাংলাদেশ। মুখে জনগণের কথা বলিলেও ক্ষমতালোভীরা তাহাদের উন্মত্ত সহিংসতায় খোদ জনগণকেই জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। শত মানুষ মরিতেছে ও পুড়িতেছে, কিন্তু সঙ্কটের সমাধানের কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সব পেশা-শ্রেণি-বয়সের মানুষ এই বিভীষিকায় ক্ষতিগ্রস্ত। চলমান সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকার্যক্রম বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় পরীক্ষা পিছাইয়া দেওয়ার সুযোগ আছে, কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে বৎসরের পরীক্ষা বৎসরেই শেষ করিতে হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষগুলি বার্ষিক পরীক্ষা লইয়া পড়িয়াছে মহাবিপাকে। দেশের বেশিরভাগ স্কুলেই বার্ষিক পরীক্ষা সমাপ্ত হয় নাই। ডিসেম্বর মাসের অর্ধেক চলিয়া গিয়াছে, পরীক্ষাগুলি সমাপ্ত করা যাইবে, এমন কোনো ইঙ্গিত রাজনৈতিক অঙ্গন দিতে পারিতেছে না। নূতন বৎসরের শিক্ষাকার্যক্রম শুরুর পূর্বশর্ত হইলো আগের বৎসরের কার্যক্রমের সমাপ্তি। আগের বৎসরের কার্যক্রম সমাপ্তি ব্যতিরেকে নূতন বৎসরের কার্যক্রম কীরূপে শুরু হইবে তাহা লইয়া দেখা দিয়াছে চরম অনিশ্চয়তা। বিশেষত অসমাপ্ত বার্ষিক পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা চলমান বৎসরের প্রমোশন কীভাবে পাইবে, সেই বিষয়ে স্কুলগুলি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগিতেছে। বিপজ্জনক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্লাস-পরীক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাহাদের নিরাপত্তা নিয়াও শঙ্কিত। এইরকম সম্ভাবনাও উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে আন্দোলনকারীরা স্কুলের শিশুদের জিম্মি করিয়া তাহাদের মানবঢাল হিসাবে ব্যবহার করিবে।

রাজধানী ও রাজধানীর বাহিরের স্কুলগুলি বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করিবার সাধ্যমতো চেষ্টা করিয়াছে। পরীক্ষার রুটিন বদলাইয়া শুক্র ও শনিবারে এবং একই দিনে একাধিক পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ তাহারা নিয়াছিল। কিন্তু শনিবারেও অবরোধ থাকায় সেই উদ্যোগ অকার্যকর হইয়া পড়ে। উপরন্তু কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হইবার পর গত শুক্রবারে রাজধানী ও সারাদেশে ব্যাপক সহিংসতা হওয়ায় অভিভাবক ও শিশুরা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় চলমান সহিংস ঘটনার মধ্যে মতিঝিল-ফকিরাপুল এলাকার ঘটনায় বেশি প্রভাব পড়ে। ওই এলাকায় মতিঝিল আইডিয়াল, মতিঝিল মডেল, মতিঝিল সরকারি বালক ও সরকারি বালিকাসহ বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় রহিয়াছে। কিছু দূরে বেইলি রোডে আরেক বড় প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুল। সন্নিহিত এলাকায় রহিয়াছে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল। স্কুল কর্তৃপক্ষের ছুটির দিনে পরীক্ষা চালাইয়া নেওয়ার ফর্মুলা আর কাজ করিতেছে না। এইদিকে ১৭ ডিসেম্বর হইতে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা অবরোধের সিদ্ধান্ত নিয়া রাখিয়াছে বিরোধী ১৮ দল। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের প্রমোশনের বিষয়টি সকলেই ভিন্নভাবে ভাবিতে শুরু করিয়াছেন। তবে এইক্ষেত্রে একেক স্কুল কর্তৃপক্ষ ভাবিতেছে একেক রকম করিয়া।

কোনো কোনো স্কুল ভাবিতেছে বাষ্মাষিক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রমোশন দেওয়ার কথা। কেহ কেহ আবার যতটুকু পরীক্ষা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে ফলাফল প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন। 'প্রমার্জন' বা অটো প্রমোশনের কথাও উঠিয়াছে। এই বিশেষ বৈরী পরিস্থিতিতে প্রকৃত অর্থেই নিয়মিত অথবা গতানুগতিক চিন্তা করিবার অবকাশ নাই। বলা যায়, এই প্রতিটি ভাবনার যেকোনো একটিই কার্যকর হইতে পারে। যেহেতু আংশিক ফলাফল বা কেবল বাষ্মাষিক পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনায় নিলে সম্ভাব্য সার্বিক ফলাফলের প্রতি ন্যায্য বিচার হয় না, তাই প্রমার্জন বা অটো প্রমোশনই উত্তম পন্থা হইতে পারে। বিশেষত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত সত্বর একটি সিদ্ধান্ত লইয়া স্কুলগুলিকে জানানো যাহাতে স্কুলগুলি সিদ্ধান্তহীনতার যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পায় এবং শিক্ষার্থীদের বিঘ্নিত শিক্ষাকার্যক্রমের ক্ষতি কিছুটা লাঘব হয়।